studies and emerging trends to support continu-
ing across the organisation.

## Bengal Gas Company mock drill

Bengal Gas Company Limited (BGCL) is a JV between GAIL (India) Limited and Greater Calcutta Gas Supply Company Limited (GCGSCL). BGCL has been authorised by Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) for supply and distribution of natural gas to Domestic, Transport, Industrial, and Commercial Sector through pipeline network at Kolkata Municipal Corporation area and part of adjoining districts of Howrah, Hooghly, North 24 Parganas, South 24 Parganas and Nadia. As per PNGRB ERDMP regulations, BGCL is periodically conducting mock drills (offsite & onsite) to assess emergency response preparedness for handling the emergencies at pipeline network, mother stations, CNG stations, de compression units and DPNG societies. To bolster safety awareness and preparedness to cope with any emergency situations during transportation of CNG on road by mobile cascades, BGCL conducted an Offsite Mock drill on February 17 at Weigh-in-Motion system towards Kolkata to Delhi Road, NH-19, Second Vivekananda Bridge Toll way, Bally, District-Howrah, in coordination with local administrations under the guidance of District Authority-Howrah.

# মমতার প্রকল্পে মহানগরে ১০০ সিএনজি বাসও

**এই সময়:** সপ্তাহখানেকের মধ্যেই রাজ্যে বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে পারে। তার আগে বুধবার ভবানীপুর থেকে একগুচ্ছ প্রকল্প ও পরিষেবার সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়েকটি প্রকল্পের শিলান্যাসও করা হয়। শহরের রাস্তায় এক লপ্তে শতাধিক সিএনজি বাস নামানোর সূচনা হয় এ দিন। তাঁর নিজের বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুরে একটি জৈন

ভবানীপুরে অনুষ্ঠানে চাকরিপ্রার্থীদের শংসাপত্র প্রদান মমতার। বুধবার

## সূচনায় মুখ্যমন্ত্রী

মানস্তম্ভের উদ্বোধন করেন মমতা। এর পরে সন্ত কুটিয়া গুরুদ্বারের নবনির্মিত তোরণেরও দ্বারোদ্ঘাটন করেন তিনি।

দূষণ কমানো ও যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানোর লক্ষ্যে কলকাতায় ২০০টি সিএনজি বাস নামানোর সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছিল পরিবহণ দপ্তর। এ দিন ভবানীপুর থেকে ভার্চুয়ালি ১০০টি এসি সিএনজি বাসের যাত্রার সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই বাসগুলি চালাবে রাজ্য পরিবহণ নিগম (ডব্লিউবিটিসি)। বাসগুলি চলবে বেলগাছিয়া-নিউ টাউনের ইকো স্পেস, পার্ক সার্কাস-ডানকুনি, কুঁদঘাট-বারাসত, জোকা-বারাসত, টালিগঞ্জ-হাবরা, কলকাতা বিমানবন্দর-বারাসত, সেক্টর ফাইভ-যাদবপুর, শিয়ালদহ-হাওড়া, হাওড়া-ব্যারাকপুর, হাওড়া-বারুইপুর, সল্টলেক-বারুইপুর এবং হাওড়া-ডায়মন্ড হারবার রুটে। বাসগুলি কিনতে খরচ হয়েছে প্রায় ৫২ কোটি টাকা। পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'বর্তমানে যে রুটে বাসের ঘাটতি রয়েছে বা যাত্রীদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়— সেই সব রুটেই নতুন সিএনজি বাসগুলি চলবে। জ্বালানি খরচ কমবে, দূষণও অনেকটাই কম হবে।'

এ দিন ২০ জন উপভোক্তার হাতে চাকরির নিয়োগপত্রও তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। 'সবুজসাথী' প্রকল্পের দ্বাদশ পর্যায়েরও সূচনা করেন তিনি। এই প্রকল্পে রাজ্যের জেলাগুলিতে ১২ লক্ষ ৫৬ হাজার পড়ুয়াকে সাইকেল দেওয়া হবে। খরচ হচ্ছে ৫১৭ কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রী টলিগঞ্জ ফায়ার স্টেশনের আধুনিক নবনির্মিত ভবনেরও উদ্বোধন করেন। একই সঙ্গে ৪২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকায় দমকলের ৮টি গাড়ি ও ১০০টি অগ্নিনির্বাপক বাইকেরও ফ্ল্যাগ অফ করেন। উত্তরবঙ্গের জন্যেও ছিল বড় ঘোষণা। শিলিগুড়িতে ১৪ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা খরচে নির্মাণকর্মীদের জন্যে হস্টেল ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়। সংখ্যালঘুদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রসারে নিউ টাউনে একটি নতুন উন্নয়ন কেন্দ্রের শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী। এ জন্যে বরাদ্দ হয়েছে ২৮ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। এখানে মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন-সহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন বিভিন্ন অনুষ্ঠান করতে পারবেন। ভাঙড়ে বিজয়গঞ্জ বাজার থানার আধুনিক পরিকাঠামো ও নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানের শেষে তিনি ৩৯০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়-বরাদ্দে ১৪৬টি প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ৪৫৫ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দে ৭০টি নতুন প্রকল্পের শিলান্যাস করেন।

হাত রয়েছে। সেই কারণেই হয়তো পুলিশের টহলদারি।

# আগামী ৫ বছরে ৫ লক্ষ বাড়িতে যাবে পিএনজি?

## লক্ষ্য বেঙ্গল গ্যাস সাপ্লাই কর্পোরেশনের

**প্রশান্ত ঘোষ**

রান্নার সময়ে আচমকা গ্যাস শেষ হওয়ায় যাতে বিপাকে পড়তে না হয়, সে লক্ষ্যে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে নদিয়ার কল্যাণী। যার নেপথ্যে রয়েছে পাইপলাইনের মাধ্যমে রান্নার গ্যাসের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ। এখন সেই পদ্ধতিতে ভরসা রাখছে 'আরবানা', 'ইউনি ওয়ার্ল্ড', 'রোজ়ডেল', 'শ্রীরাম এলোকেভ'-এর মতো কলকাতার বেশ কিছু অভিজাত আবাসন। বাড়ি বাড়ি নলবাহিত পানীয় জলের মতোই পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহে উদ্যোগী বেঙ্গল গ্যাস সাপ্লাই কর্পোরেশন (বিজিএসএল)। আগামী পাঁচ বছরে কলকাতা, নিউ টাউন, রাজারহাট, ভাঙড়, বারাসত, মধ্যমগ্রাম, রাজপুর-সোনারপুর পুরসভা এলাকায় ৫ লক্ষ বাড়িতে এমন গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হবে বলে জানান সংস্থার সিইও অনুপম মুখোপাধ্যায়।

কল্যাণীতে ইতিমধ্যেই ৫০টির বেশি বাড়িতে এ ভাবে রান্নার গ্যাসের সংযোগ দিয়েছে বিজিএসএল। কম খরচে অনেক সুবিধেজনক এই পদ্ধতি স্বাভাবিক ভাবেই গেরস্তের অনেক মুশকিল আসান করেছে। দু'তিন বছর হলো রাস্তায় পাইপ বসানোর কাজ করছে ওই সংস্থা। কল্যাণীতে সফল হলেও চন্দননগরে হয়নি। প্রথমে বর্ষা, পরে জগদ্ধাত্রী পুজোর কারণে রাস্তায় খোঁড়াখুঁড়ি করে কাজ এগোনো যায়নি। তবে এখনও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সবুজ সঙ্কেত না মেলায় থমকে রয়েছে কাজ। রাজপুর-সোনারপুর পুরসভা এলাকায় অবশ্য কাজ এগিয়েছে। মেন লাইনের পাশাপাশি সার্ভিস লাইন পাতা হচ্ছে। সোনারপুরের বাসিন্দা মানসী নাথ বলেন, 'আমাদের ফ্ল্যাট চারতলায়, লিফট নেই। সিলিন্ডার তোলার অনেক সমস্যা। সে জায়গায় এ ভাবে গ্যাস পেলে খুব উপকৃত হব।'

স্টেট গভর্নমেন্ট এবং 'গ্যাস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড' বা গেইলের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে রাজ্যে 'পাইপড ন্যাচারাল গ্যাস' বা 'পিএনজি' সরবরাহের কাজ করছে বরাত বিজিএসএল। সংস্থা জানাচ্ছে, আগে প্রতি কেজি পিএনজি-র দাম ছিল ৫১ টাকা, এখন কমে হয়েছে ৫০ টাকা। সে জায়গায় এলপিজি-র দাম কেজিতে ৬২ টাকা। অনুপমের বক্তব্য, 'পিএনজি-র সংযোগ পেতে এখন ৬,৩৫৪ টাকা জমা দিতে হচ্ছে। এর মধ্যে ৬ হাজার টাকা সিকিউরিটি ডিপোজ়িট, যা ফেরতযোগ্য। কাজেই মাত্র ৩৫৪ টাকায় গ্যাসের সংযোগ পাওয়া যাচ্ছে।' শিগগিরই কল্যাণীতে ছ'শো বাড়িতে এই সংযোগ চালু হবে। আর হুগলিতে ৭৪ হাজারেরও বেশি বাসিন্দাকে গ্রাহক বানানোর লক্ষ্য নিয়েছে সংস্থা। বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিবেশবান্ধব এই জ্বালানি পৌঁছলে নিরাপত্তা ও সুবিধে, দুই-ই বাড়বে। যদিও এ কাজ কলকাতা ও আশপাশে কত দ্রুত হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বারাসতের অর্পিতা ভট্টাচার্য বলেন, 'অনেকদিন ধরেই পাইপলাইনের কাজ চলছে। কবে তা শেষ হবে, কবে সংযোগ মিলবে জানি না।'